কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

উল্টো শর্ত দিয়ে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা

আজিজুল পারভেজ ▷

কওমি শিক্ষার্থীদের সনদের স্বীকৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এই শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতি গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডগুলোর প্রতিনিধি ও শীর্ষ ওলামায়ে কেরামদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের কথা বলা হয়েছে। ২০১৩ সালে সরকার এই কর্তৃপক্ষ গঠনের এক দফা উদ্যোগ নিয়েও পিছিয়ে যায়। সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে আবারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রণীত সুপারিশ সময়োপযোগী করার জন্য মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তাদের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। ২০১৩ সালের প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের জন্য একজন চেয়ারম্যান, আটজন আলেম, কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের মধ্যে পাঁচটির প্রধান ও সরকারের একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছিল। সংশোধিত খসড়া প্রস্তাবে সরকারের প্রতিনিধি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর বদলে মহিলা কওমি মাদ্রাসার একজন প্রতিনিধি যুক্ত করা হয়েছে। প্রথমে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আটজন আলেমকে সরকার নিয়োগ দেবে বলা হয়েছিল। এবারের সংশোধিত খসড়ায় অনুমোদিত বোর্ডগুলোর সুপারিশের আলোকে আটজন আলেমকে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ জানিয়েছেন, ২০১৩ সালের সুপারিশে দুটি পরিবর্তন ছাড়া আর তেমন বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। শিগগিরই এ পর্যালোচনা রিপোর্ট সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে তিনি জানান।

শর্ত মেনেই দেওয়া হচ্ছে স্বীকৃতি : সরকারের পক্ষ থেকে কোনো শর্ত নেই। আর কওমি মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে আছে ছয়টি শর্ত। এগুলো মেনে নিয়েই তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' রিপোর্টে এই শর্তগুলো স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারের ন্যূনতম কোনো সম্পৃক্ততা, এমনকি তদারকি বা মনিটরিংয়ের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে

▶▶ পৃষ্ঠা ৫ ক. ২

শেষ

উল্টো শর্ত দিয়ে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলা কিংবা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলার কথাও কোথায়ও বলা হয়নি। বলা হচ্ছে, 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও অসুস্থ রাজনীতির কবলে পড়ে ভবিষ্যতে যেন কওমি মাদ্রাসা তার স্বকীয়তা না হারায়' সে জন্য তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া শর্তগুলো যোগ করা হয়েছে। শর্তগুলো হলো—কওমি মাদ্রাসা কখনো এমপিওভুক্ত হবে না। কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রচলিত কওমি মাদ্রাসা বোর্ডগুলো তাদের নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। কওমি মাদ্রাসার নেসাব ও নেযামে তালিমে (পাঠ্যক্রমে) কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মাদ্রাসার পরিচালনা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল সরকার 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে দিয়েছিল। কমিশন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে জনমত জরিপ শেষে ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে তা উপস্থাপন করে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'শিক্ষা স্তর ও ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে (যেমন, প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক, অর্থায়ন, শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবছর বহির্নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে।' কিন্তু কওমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এই নিয়মের আওতায় আনা হয়নি। প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' যে সুপারিশ করতে যাচ্ছে সেখানেও শিক্ষানীতি বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপের কথা বলা হয়নি।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষানীতি : প্রস্তাবিত কওমি শিক্ষানীতিতে এ শিক্ষার স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম বহাল রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ও আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি, হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও কমিশনের চেয়ারম্যান (বর্তমান হেফাজতে ইসলামের আমির) আল্লামা শাহ আহমদ' শফীর প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসারে প্রস্তাবিত এই সিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে বলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় দেশের প্রতিটি শিশু যেন ফরজিয়াতে দ্বীন (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়) শিখতে পারে তার জন্য চার-পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বা সাহাবি মক্তব চালুর কথা বলা হয়েছে। এ জন্য দেশের প্রতিটি মাদ্রাসা ও মসজিদে সকালে এক ঘণ্টা করে এ শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। সম্পূর্ণ অবৈতনিক পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ছয় বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কোরআন শিক্ষা ও দ্বীনিয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও সমাজবিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানভেদে সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষকস্বল্পতা ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব দূর করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে ন্যূনতম একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান আলাদা নারী শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষানীতিতে বহাল রাখা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর চার বছরের এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঁচ বছর মেয়াদ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। হিফজ শিক্ষায় (কোরআন মুখস্থ করা) ভর্তির বয়স ছয় বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তিন বছরের হিফজ শেষ করে এক বছরে প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি পড়লে প্রাথমিক সমাপনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

প্রস্তাবনা অনুসারে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাস্তর হবে ছয়টি। এগুলো ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক), মুতাওয়াসসিমতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক), সানাবিয়্যাহ আম্মাহ (এসএসসি), সানাবিয়্যাহ খাসসাহ (এইচএসসি), মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক সম্মান) ও মারহালাতুত তাকমিল (দাওরা-ই-হাদিস-স্নাতকোত্তর) নামে অভিহিত হবে।

শিক্ষানীতির সুপারিশে ঢাকার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক), ইত্তেহাদুল মাদারিস-চট্টগ্রাম, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম-বাংলাদেশ-সিলেট, তানজিমুল মাদারিস উত্তরবঙ্গ ও বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা এই বোর্ডগুলোকে স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ডের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বোর্ডের আওতামুক্ত মাদ্রাসাগুলো নিজ নিজ এলাকার বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই বোর্ডগুলোকে হিফজ, কেরাত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরগুলোর মূল্যায়নপ্রক্রিয়া সম্পন্ন ও স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করেছে। তবে বিএ অনার্স ও মাস্টার্সের সনদ প্রদানের লক্ষ্যে কওমি ওলামায়ে কেরামদের নিয়ন্ত্রণে স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বতন্ত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচ বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাসংক্রান্ত নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের প্রস্তাব করবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডগুলোর প্রতিনিধি ও শীর্ষ ওলামায়ে কেরামদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের কথা বলা হয়েছে।

বেফাকের চেয়ারম্যান ও হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন। কো-চেয়ারম্যান করা হয় বৃহত্তম ঈদগাহ শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদকে। গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গওহরডাঙ্গা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি রুহুল আমিনকে কমিশনের সদস্যসচিব করা হয়। ১৭ সদস্যের কমিশনে সদস্য রাখা হয় দেশের বিশিষ্ট আলেমদের। প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশনের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে কো-চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা—একটি সমীক্ষা ২০০৮'-এর সুপারিশে কওমি মাদ্রাসার 'কারিকুলামকে সরকারি তত্ত্বাবধানে এনে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও ওলামা মাশায়েখদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে বর্তমান কারিকুলামকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার' সুপারিশ করা হয়। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন কেবল ওলামা মাশায়েখদের নিয়েই গঠন করা হয়।